

সাবাইস বুদ্ধি ।

(অর্থাৎ একটি স্ত্রীলোকের অদ্ভুত জুয়াচুরি রহস্য !)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ।

১৪ নং হজুরিমল্‌স লেন, বৈঠকখানা,
“দারোগার দপ্তর” কার্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত

All Rights Reserved.

দ্বাদশ বর্ষ ।] মন ১৩১১ সাল । [কার্তিক ।

.....

**PRINTED BY BALA HORI PAL. AT THE
Hindu Dharma Press.**

No 70, Aheercetola Street, Calcutta.

.....

সাবাইস বুদ্ধি

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

আজকাল এদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষার বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতাও খুব বাড়িয়া, প্রায় ইংরাজ-রমণীগণের ছায় হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে । হিন্দু বনুন, মুসলমান বনুন, কোন সঙ্ঘাতবংশীর স্ত্রীলোকগণ ইহার পূর্বে ঘরের বাহির হইতেন না, পর-পুরুষের সম্মুখীন হইতেন না, ইহা আমাদের জীবনের এক সময় দেখিয়াছি । এমন কি, বারবনিতাগণকেও যে কখন একাকী প্রকাশ্যভাবে কেবল-মাত্র পুরুষ-মানুষ-সমাবৃত সভাসমিতি, কি অল্প কোন স্থানে বা কোন দোকান প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থানে দেখিয়াছি, তাহাও মনে হয় না ; সময় সময় তাহারা কোন জব্যাদি পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত দোকানাদিতে গমন করিত সভা, কিন্তু হয় কোন পুরুষ-মানুষ তাহাদিগের সঙ্গে গমন করিত, অথবা তাহার সমব্যবসায়ী অপর ২।৪ জন স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া সে তাহার বাড়ীর বাহির হইত । আজকালও তাহাদিগের মধ্যে অনেকটা সেইরূপ পদ্ধতি

প্রবর্তিত আছে ; কিন্তু সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে তদ্র জীলোক-
দিগের স্বাধীনতা এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, কোন স্থানে
গমনাগমন করিতে হইলে কাহাকেও আর সঙ্গে লইবার তাহা-
দিগের প্রয়োজন হয় না ; সভা-সমিতিতে একাকীই গমন করিয়া
সহস্রাধিক পুরুষের মধ্যে অনায়াসেই গিয়া উপবেশন করেন ।
গড়ের মাঠে শত শত ইংরাজ বাঙ্গালীর ও অপরাপর দেশীয়
পুরুষবর্গের মধ্যে একাকীই বায়ু সেবন করিয়া থাকেন । দেশীয়
ও বিদেশীয়গণের বড় বড় দোকানে একাকিনী গমন করিয়া
দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয় করিতেও কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হন না ।

সকল সম্প্রদায়ের জীলোকমাত্রেই পুরুষ অপেক্ষা মাননীয়া,
সুতরাং যে স্থানেই তাঁহারা গমন করুন না কেন, পুরুষ অপেক্ষা
সকলেই তাহাদিগকে একটু মান্য করিয়া থাকে । তাহাদিগের
কার্য্য অগ্রেই সম্পাদিত হয় ও তাহাদিগের কথায় অনেকেই
স্বভাবতঃ বিশ্বাস করিয়া থাকেন । কারণ, আপনি দেখিবেন
যে, পুরুষগণ যেরূপ মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন, জীলোকগণ
তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প পরিমাণে মিথ্যা কথা বলিয়া থাকেন ।
সুতরাং পূর্বকথিত নবঅবগুণ্ডন উদ্ঘাটিতা জীলোকগণ যে কার্য্যের
নিমিত্ত যে স্থানে গমন করেন, তাহাদিগের সেই কার্য্য সর্ব্বাগ্রেই
সংসাধিত হইয়া থাকে ।

যে স্থানে ভাল আছে, মন্দও সেইস্থানে আছে । যে স্থানে
প্রকৃত জব্য পাওয়া যায়, সেই স্থানেই অপ্রকৃত জব্যের অভাব
থাকে না । স্থলকথায়, যে স্থানে আসল—সেই স্থানেই নকল
দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু আসল নকল চিনিয়া লইতে পারে,
এরূপ অছরি কমজন আছে ? মনুষ্য দেখিয়া তাহার হৃদয়ের

উপাদান বাছিয়া লইতে সমর্থ হয়, একরূপ লোক সহজে কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়।

রাত্রি ১২টার পর আমি বড়বাজারের ভিতর দিয়া আসি-
তেছি। দেখিলাম, একখানি জহরির দোকান সেই সময় ভিতর
হইতে বন্ধ, কিন্তু দোকানের ভিতর আলো জলিতেছে। ঐ
দোকানখানি আমি পূর্বে হইতেই জানিতাম, ও ঐ দোকানের
অধিকারীর সহিত আমার পরিচয়ও ছিল। ইতিপূর্বে ঐ দোকান
হইতে কয়েক সহস্রমুদ্রা মূল্যের জহরত চুরি হইয়াছিল। ঐ
চুরি মোকদ্দমার অনুসন্ধান আমি করিয়াছিলাম, চোর ধৃত ও
অপহৃত জহরতের পুনরুদ্ধারও হইয়াছিল। সেই সময় হইতে
আমি ঐ জহরির সহিত পরিচিত। রাত্রি ১২টার পর ঐ দোকান
খোলা থাকে না, দোকানের একটা ব্যতীত সমস্ত দরজা ভিতর
হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অবশিষ্ট দরজাটিতে কেবল
কয়েকটা তালা বাহির হইতে বন্ধ থাকে। দোকানের ভিতর
লোকজন কেহই থাকে না, পুলিশের অহুকম্পার উপর ঐ
দোকান সমস্ত রাত্রি রক্ষিত হয়। আজ ঐ দরজাটি পর্যন্ত ভিতর
হইতে বন্ধ দেখিয়া ও উহার মধ্যে আলো জলিতেছে দেখিয়া,
আমার সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস হইল যে, ঐ দোকানের ভিতর চোর
প্রবেশ করিয়াছে, ও আলো জালিয়া নিশ্চয়ই মূল্যবান জহরতাদি
অপহরণ করিতেছে। দরজার কাঁক দিয়া ঐ দোকানের আভ্যন্তরীণ
অবস্থা দর্শন করিবার বিশেষরূপে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুই
দেখিতে পাইলাম না। নিকটে কোন প্রহরীকেও দেখিতে পাই-
লাম না, অথচ সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়া
কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতেও সাহসী হইলাম না।

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সেই সময় কি করা কর্তব্য, সেই-
স্থানে দাঁড়াইয়া মনে মনে ইহা ভাবিতেছি, এরূপ সময় হঠাৎ
ভিতর হইতে বন্ধ দরজার একটা খুলিয়া একজন লোক সেই
দোকান হইতে বহির্গত হইল। উহাকেই দেখিয়া চোর বিবেচনায়
আমি দ্রুতপদে উহার নিকট গমন করিয়া তাহাকে ধরলাম।
হঠাৎ ধৃত হওয়ার সে অতিশয় বিস্মিত হইল এবং আমাকে
কহিল, “কেন মহাশয় আমাকে ধরিতেছেন?”

উক্তরে আমি কহিলাম, “তুমি কে?” আমার কথা শুনিয়া
সে কহিল, “আমি এই দোকানের একজন কর্মচারী, বিশেষ
কোন কার্য উপলক্ষে আমি বাহিরে যাইতেছি।”

আমি। আপনি যে এই দোকানের কর্মচারী, তাহা কে
জানে?

কর্মচারী। দোকানের ভিতর আমার মনিব আছেন, তিনিই
বলিবেন যে, আমি তাঁহার দোকানের কর্মচারী কি না?

আমি। আচ্ছা আসুন, আপনার মনিবের নিকট।

এই বলিয়া ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া আমি ঐ দোকানের
ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, বাস্তবিকই সেই দোকানের
স্বত্বাধিকারী সেই স্থানেই বসিয়া আছেন, তাঁহার সহিত আরও
ছই চারিজন লোক সেইস্থানে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই
তিনি চিনিলেন ও বিশেষ অভ্যর্থনার সহিত আমাকে সেইস্থানে
বসাইলেন। তাঁহার লোককে আমি ঐরূপে দোকানের মধ্যে
লইয়া যাওয়ার নিমিত্ত আমি বিশেষরূপে লজ্জিত হইলাম। কি
সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া আমি তাঁহাকে ঐরূপে দোকানে
লইয়া গিয়াছি, তাহা তাঁহাকে সমস্ত কহিলাম। তিনি আমার

কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হইলেন। পরিশেষে কহিলেন, “আপনি এই সময় এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতে আমার বোধ হইতেছে, আমার যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার প্রতিকার আপনার দ্বারাই সম্পন্ন হইবে। এই নিমিত্তই ভগবান দয়া করিয়া এই অসময়ে আপনাকে এখানে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন।”

উহার কথা শুনিয়া আমি কিছুই অনুমান করিয়া উঠিতে পারিলাম না। সুতরাং আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল, “আপনার আবার কি সর্বনাশ হইল?”

জহরি। আমার প্রায় দশসহস্র টাকা অপহৃত হইয়াছে। তাহার উপর বোধ হয়, একটা জীবনও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আমি। এ কিরূপ কথা, ইহার কিছুই আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কবে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে?

জহরি। ইহা আজ সন্ধ্যার সময়ের ঘটনা।

আমি। জীবন নষ্ট হইয়াছে, কথাটা কি?

জহরি। আমি সমস্ত অবস্থা আপনার নিকট বলিতেছি, শুনিয়া বাহাতে ইহার প্রতিবিধান হয়, তাহার চেষ্টা আপনাকে করিতে হইবে। এক সময় আপনি আমার বিশেষরূপ উপকার করিয়াছেন। এবারও আমাকে এই ঘোরবিপদ হইতে উদ্ধার করুন।

আমি। কি ঘটিয়াছে বলুন দেখি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

আমার কথার উত্তরে সেই জহরি কহিলেন, “আজ সন্ধ্যার পর আমি আমার দোকানে বসিয়া আছি, একরূপ সময়ে একটা এদেশীয় স্ত্রীলোক দোকানের ভিতর প্রবেশ করিল। ইনি একখানি ব্রহ্মা গাড়ীতে করিয়া আগমন করেন। ব্রহ্মাখানি নূতন বলিয়া অনুমান হয়, ঘোড়াটাও বিশেষ মূল্যবান ওয়েলার। তিনি ঐ গাড়ীতে একাকীই আসিয়াছিলেন, আজকাল এদেশীয় বিলাত ফেরত যুবকগণের শিক্ষিতা মহিষীগণ বা ব্রাহ্মিকাগণ, যেরূপভাবে বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া থাকেন, উনিও সেইরূপ ভাবে সজ্জিতা ছিলেন। তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া, পুরুষের ন্যায় অথবা মেমসাহেবদিগের স্থায় একাকী আমার দোকানের ভিতর প্রবেশ করিয়া আমাকে কহিলেন, ‘আপনি আমাকে চিনেন কি?’ উত্তরে আমি কহিলাম, ‘না, আমি আপনাকে ইতিপূর্বে আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া অনুমান হয় না।’ ‘পরিচয় পরে হইবে, এখন আমার দুইটা জিনিষের আবশ্যক আছে, যদি আপনার দোকানে থাকে, তাহা হইলে দেখান দেখি।’”

আমি। কি কি দ্রব্যের আবশ্যক ?

স্ত্রীলোক। একজোড়া উৎকৃষ্ট হীরক-বলয় ও একছড়া মতির মালা।

তাঁহার কথা শুনিয়া আমার দোকানে যে সকল হীরকবলয় প্রস্তুত ছিল, তাহা এক এক করিয়া তাঁহাকে দেখাইলাম, ও

কয়েক ছড়া মতির মালাও তাঁহাকে দেখাইলাম। দেখিয়া দেখিয়া তিনি উহার মধ্য হইতে একজোড়া বলয় ও এক ছড়া মালা পছন্দ করিলেন। সেই সঙ্গে দুইটা হীরার ও একটা মানিকের আংটাও তাঁহার পছন্দ হইল। তিনি ঐ সমস্ত দ্রব্যের মূল্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি কহিলাম, উহার মূল্য পনের সহস্র টাকা হইবে। ঐ সকল দ্রব্যের প্রকৃতমূল্য দশ হাজার টাকা; কিন্তু তাঁহার সহিত অনেক কসা মাজা করিয়া বার হাজার টাকা উহার মূল্য অবধারিত হইল। তখন তিনি তাঁহার পকেট হইতে একটা রূপার কার্ডকেস বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে একখানি কার্ড বাহির করিয়া আমার হস্তে অর্পণ করিলেন। কার্ডে যে নাম মুদ্রিত ছিল, তাহা দেখিয়া আমি বুঝিলাম যে, উনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত কোন্সলির স্ত্রী। বার হাজার কেন, সেই কোন্সলি সাহেব যদি বিশ হাজার টাকার অলঙ্কার দেনার চাহেন, তাহা আমি অনায়াসেই দিতে পারি।

ঐ স্ত্রীলোকের পরিচয় পাইয়া আমি কহিলাম, “এই অলঙ্কারগুলি কি আপনি নিজে লইয়া যাইবেন, কি আমি উহা আপনার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিব।” আরও জিজ্ঞাসা করিলাম, “ইহার মূল্য এখন আপনি প্রদান করিবেন, না বাকী থাকিবে, পরে ইহার বিল পাঠাইয়া দিব।”

“ইহার মূল্য আপনি নগদ পাইবেন, কিন্তু এত টাকার অলঙ্কার আমার স্বামীকে একবার না দেখাইয়া লওয়া কর্তব্য নহে, অতুই রাত্রির গাড়ীতে কোন একটা মোকদ্দমা উপলক্ষে তাঁহাকে বাহিরে যাইতে হইবে। তিনি তাঁহার নিমিত্ত একটু ব্যস্ত আছেন বলিয়া, আমার সহিত আসিতে পারিলেন না।

আপনি গহনাগুলি আমার সহিত লইয়া আসুন, আমার স্বামীকে দেখাইয়া ইহার মূল্য লইয়া আসিবেন ।”

উহার কথায় আমার অবিখ্যাস করিবার কিছুমাত্র কারণ ছিল না, একে তিনি ষাঁহার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তিনি আমার উত্তমরূপ পরিচিত—তাহার উপর নিয়মিত লাভের উপর দুই সহস্রমুদ্রা অধিক লাভের প্রলোভন ছাড়িয়া দেওয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে অসম্ভব । সুতরাং ঐ সকল অলঙ্কার তাঁহার স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিতে প্রস্তুত হইলাম । আমার দোকানের বিশেষ বিখ্যাসী ও সর্বপ্রধান কর্মচারী যিনি ছিলেন, তাঁহাকেই ঐ অলঙ্কারগুলি লইয়া তাঁহার সহিত পাঠাইয়া দিলাম । গাড়ীতে উঠিবার সময় আমার কর্মচারী একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন । কারণ, ক্রহাম গাড়ীতে কেবল একপার্শ্বে ভিন্ন বসিবার স্থান নাই, সেইস্থানে ঐ স্ত্রীলোকটি উপবেশন করিবেন, সুতরাং তাঁহার পার্শ্বে তিনি কিরূপে বসেন, এইরূপ একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঐ কর্মচারী আমার দ্বারবানকে একখানি গাড়ী আনিতে কহিলেন । ইহা শুনিয়া ঐ স্ত্রীলোকটি কহিলেন, আর গাড়ী আনিবার প্রয়োজন নাই । আমার গাড়ীতেই আইস, আমার পার্শ্বে বসিয়া গমন করিলে, তাহাতে আমি অবমাননা বোধ করিব না । উহার কথা শুনিয়া আমার কর্মচারী কি একটু ভাবিলেন ও পরিশেষে তাঁহার প্রস্তাবে সন্মত হইয়া ঐ গাড়ীতেই আরোহণ করিয়া, তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া গমন করিলেন । বলা বাহুল্য, অলঙ্কারগুলি তাঁহার সঙ্গে রহিল ।

একঘণ্টার মধ্যে তাঁহার প্রত্যগমন করিবার কথা ছিল, কিন্তু ক্রমে দুই ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইয়া গেল, তিনি প্রত্যা-

গমন করিলেন না বা কোনরূপ সংবাদও প্রদান করিলেন না। সুতরাং আমার মনটা একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বাসায় ঘাইবার নিমিত্ত আমার গাড়ী প্রস্তুত ছিল, ঐ গাড়ীতে আরোহণ করিয়া আমি সেই কৌন্সলি সাহেবের বাড়ীতে গমন করিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎও হইল, কিন্তু তাঁহার নিকট জানিতে পারিলাম যে, তাঁহার স্ত্রী এখন কলিকাতায় নাই, তিনি এখন দার্জিলিংয়ে আছেন ও অপর কোন স্ত্রীলোককে তিনি কোন অলঙ্কারাদি ধরিত্ত করিবার নিমিত্ত কোন স্থানে প্রেরণ করেন নাই, ও ঐরূপের কোন স্ত্রীলোককে তিনি জানেন না, অথবা অলঙ্কারাদি লইয়া কেহ তাঁহার বাড়ীতে আগমনও করে নাই।

কৌন্সলি সাহেবের কথা শ্রবণ করিয়া আমার বুদ্ধি লোপ পাইয়া গেল, কিছুক্ষণের নিমিত্ত আমি হিতাহিতজ্ঞান-বিবর্জিত হইয়া পড়িলাম। সেই সময় কি করা কর্তব্য, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, আমি আমার দোকানে ফিরিয়া আসিলাম। দোকানের অপরাপর কর্মচারীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ইহাই স্থির হইল যে, আর কালবিলম্ব না করিয়া থানায় গিয়া এই সংবাদ প্রদান করা হউক। ঐ সংবাদ লইয়া থানায় যে লোক গমন করিতেছিল, আপনি তাহাকেই ধৃত করিয়া এখানে আনিয়াছেন।

আমি। তাহা হইলে এখনও থানায় সংবাদ দেওয়া হয় নাই ?
জহরি। না।

আমি। শীঘ্র সংবাদ পাঠাইয়া দিন।

আমার কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি থানায় সংবাদ দিতে ক্রমপদে গমন করিল।

আমি। আপনি এত বড় চতুর লোক হইয়া একটা স্ত্রী-লোকের নিকট এইরূপে প্রবঞ্চিত হইলেন ?

জহরি। স্ত্রীলোক বলিয়াই তাহার নিকট আমি প্রবঞ্চিত হইয়াছি, পুরুষ হইলে বোধ হয়, আমাকে এইরূপ প্রতারণা করিতে পারিত না। সে যাহা হউক, আমার অর্থের অদৃষ্টে যাহা হয় হউক, অর্থ পুনরায় উপার্জিত হইবে। কিন্তু আমার বিশ্বস্ত প্রধান কর্মচারীর যদি কোনরূপে জীবন নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহা হইলে কি সর্কনাশ হইবে বলুন দেখি ?

আমি। আপনার সেই বিশ্বস্ত কর্মচারী তো ঐ স্ত্রীলোকটির সহিত মিলিত হইয়া, এইরূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করে নাই ?

জহরি। না মহাশয়, তাহা কোনরূপেই হইতে পারে না। তাঁহার দ্বারা এরূপ কার্য কিছুতেই সম্পন্ন হইবে না।

আমি। তাঁহার বাসা কোথায় ? সেই স্থানের সংবাদ লইয়াছেন কি, তিনি ত বাসায় প্রত্যাগমন করেন নাই ?

জহরি। তিনি তাঁহার বাসায় বাইবেন না। কারণ তিনি অবগত আছেন যে, তাঁহার অপেক্ষায় আমি এখানে বসিয়া আছি। তদ্ব্যতীত তাঁহার বাসার সংবাদও লওয়া হইয়াছে, তিনি বাসায় আসেন নাই। জীবিত থাকিলে ত বাসায় প্রত্যাগমন করিবেন।

জহরি। তাহার জীবন সম্বন্ধে কোন ভাবনা নাই। যাহার দ্বারা এই কার্য হইয়াছে, সে কাহাকেও হত্যা করিবার জন্য এই কার্য করে নাই। সে অর্থ অপহরণ করিবার মানসেই এই কার্য করিয়াছে।

জহরি। তাহা হইলেই ভাল, উহাকে জীবিত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেই আমি সন্তুষ্ট। অলঙ্কারের ভাগ্যে যাহা হয় হউক।

আমি। আপনার কর্মচারীকেও প্রাপ্ত হইবেন, অলঙ্কারও পাইবেন। তবে আমাদের অদৃষ্টে যে কষ্ট আছে, সেই কষ্ট আমাদের সহ্য করিতে হইবে।

আমাদের মধ্যে এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, একরূপ সময়ে থানা হইতে কর্মচারীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

থানা হইতে যে সকল পুলিশ কর্মচারীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহাদের মধ্যে সর্ব-প্রধান কর্মচারী ছিলেন একজন ইংরাজ। তিনিও ঐ জহুরির নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া পরিশেষে আমাকে কহিলেন, “এখন আমাদের কি কর্তব্য? আমি যতদূর শুনিতে পাইলাম, তাহাতে বেশ বুদ্ধিতে পারিতেছি, এই মোকদ্দমার সহিত আমাদের কোন-রূপ সংশ্রব নাই, ইহা সম্পূর্ণরূপে দেনা পাওনা ঘটিত মোকদ্দমা। সেই ভদ্র স্ত্রীলোকটি অলঙ্কারের মূল্য স্থির করিয়া খরিদ করিয়া লইয়া গিয়াছে; এখন যদি সে তাহার মূল্য না দেয়, তাহা হইলে দেওয়ানি আদালত আছে,—দেওয়ানি মোকদ্দমায় আমরা হস্তক্ষেপ করিব কেন?”

ইংরাজ-কর্মচারীর কথা শুনিয়া আমি কহিলাম, “আমার মতে ইহা দেনা পাওনার মোকদ্দমা নহে ; সেই ভদ্র স্ত্রীলোকটী যে বঞ্চনার অপরাধ করিয়াছেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । তাহার উপর যে ব্যক্তি ঐ অলঙ্কার বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহারও আর কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না । পরিশেষে যদি তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহা হইলেও কি দেওয়ানি আদালতে ঐ মোকদ্দমা চলিবে ?”

ইংরাজ কর্মচারী । তাহাকে যদি জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায় ? বাহা হউক, যখন আমরা এখানে আসিয়া উপস্থিত হই-
য়াছি, তখন ইহার অনুসন্ধান হউক । আমার সহিত যে সুকল
কর্মচারী আসিয়াছে, তাহারা রহিল, আপনিও আছেন । যে যে
অনুসন্ধান করার প্রয়োজন বিবেচনা করেন, তাহা আপনারা
করুন, আমি এখন চলিলাম । আমার হস্তে আরও কতকগুলি
বিশেষ কার্য আছে ।

এই বলিয়া ইংরাজ-কর্মচারী সেই স্থান হইতে প্রস্থান
করিলেন । তাঁহার সহিত যে কয়েকজন কর্মচারী আসিয়া-
ছিলেন, তাহার মধ্যে একজন পশ্চিম দেশবাসী বহু পুরাতন
কর্মচারী ছিলেন ; কলিকাতা সহরের অনেক অবস্থা তিনি
উত্তমরূপে জানিতেন । তাঁহার উদ্বীতন ইংরাজ কর্মচারী সেই
স্থান হইতে প্রস্থান করিলে তিনি কহিলেন, “উঁহার গতিকই
ঐরূপ, মামলা মোকদ্দমা উনি ঐরূপ ভাবেই অনুসন্ধান করিয়া
থাকেন, আর অনুসন্ধানের উনি জানেনই বা কি ? উনি উপ-
স্থিত থাকিলে কার্য আরও নষ্ট হইত, প্রস্থান করিয়াছেন
ভালই হইয়াছে । এখন কোন পন্থা অবলম্বন করিয়া এই মোক-

দমার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাহাই বলুন, সেই পত্র অবলম্বন করিয়া আমরা ক্রমেই অগ্রসর হই।”

ঐ কর্মচারীর কথা শুনিয়া আমি অতিশয় সন্তোষ হইলাম ও তাঁহাকে কহিলাম, “যাঁহার দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা আমি বুদ্ধিতে পারিয়াছি, অনুসন্ধান করিয়া এখন তাহাকে বাহির করিতে পারিলেই আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।”

কর্ম। কাহার দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন হইয়াছে ?

আমি। তুমি সুশীলাকে চিন ?

কর্ম। কোন্ সুশীলা ?

আমি। যে সুশীলা পূর্বে মেহিন্দীবাগানে বাস করিত। সে বেণ্ডার কন্যা, প্রথমে কোন নূতন সম্প্রদায় বিশেষের মতে বিবাহ করিয়া কিছুদিবস দিনযাপন করে, পরে আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া একজন কৌশলির প্রণয়ে কিছুদিবস মুগ্ধ থাকে ; পরিশেষে নানারূপ জুরাচুরি ব্যবসা অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতে আরম্ভ করে। সে শিক্ষিতা, ইংরাজি বাঙ্গলা বেশ জানে, ও প্রায়ই বড় বাড়ীতে বড়মানুষি ধরণে বাস করিয়া থাকে। সর্বশেষে যখন সে একটা জুরাচুরি কার্যে লিপ্ত থাকার অপরাধে ধৃত হয়, সেই সময় সে মেহিন্দী-বাগানে একখানি সাহেবি ধরণের পাকা বাড়ীতে বাস করিত। ঐ মোকদ্দমায় সে অব্যাহতি পায়। তাহার পর আমি শুনি-য়াছি যে, সে ঐ বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন স্থানে বাস করিতেছে। যদি অনুসন্ধান করিয়া উহাকে বাহির করিতে পারেন, তাহা হইলে এই মোকদ্দমার কিনারা হইতে আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হয় না। আমি শপথ করিয়া বলিতে

পারি, এ কার্য সুশীলা ভিন্ন অপর আর কাহার দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই।

কর্ম। না মহাশয়, আমি তো তাহাকে চিনি না বা তাহার অবস্থা আমি পূর্বে জানিতাম না, কিন্তু আপনি আমাকে তাহার সেই মেহিন্দীবাগানের বাড়ী দেখাইয়া দিন, আমি অনুসন্ধান করিয়া সে এখন যেখানে আছে, তাহা নিশ্চয় বাহির করিয়া দিব।

কর্মচারীর এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তখনই মেহিন্দীবাগান অভিমুখে গমন করিলাম, দোকানের অধিকারী সেই জহুরিও আমাদিগের সঙ্গে গমন করিলেন।

মেহিন্দীবাগান গমন করিবার পূর্বে ভাবিলাম, যে কর্মচারীর দ্বারা সুশীলা ইতিপূর্বে ধৃত হইয়াছিল, একবার তাঁহার সহিত প্রথম দেখা করা আবশ্যিক। মনে মনে ইহা স্থির করিয়া সেই কর্মচারী এখন যে থানায় আছেন, সেই থানায় গমন করিলাম। সেইস্থানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, কিন্তু জানিতে পারিলাম, হাসপাতালে এক ব্যক্তি জখম হইয়া ভর্তি হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া তাহার অনুসন্ধানার্থ তিনি সেই হাসপাতালে গমন করিয়াছেন। ঐ স্থান হইতে মেহিন্দীবাগান গমন করিতে হইলে ঐ হাসপাতাল প্রায় আমাদিগের রাস্তাতেই পড়ে, সুতরাং ঐ হাসপাতালে ঐ কর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মেহিন্দীবাগান গমন করাই স্থির করিলাম।

হাসপাতালে গমন করিয়া দেখিলাম, সেই কর্মচারী সেই স্থানেই আছেন। তাঁহার নিকট হইতে অবগত হইলাম, এক ব্যক্তি মস্তকে অতিশয় জখম পাইয়া বেহস অবস্থায় ময়দানে

পড়িয়াছিল, একজন প্রহরী তাহাকে ঐরূপ অবস্থায় পাইয়া হাসপাতালে আনয়ন করে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে কে, কোথা হইতে সে ময়দানে আসিল ও কিরূপেই বা সে মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইল, তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সে এখনও অচেতন অবস্থায় রহিয়াছে, চৈতন্য হইবে কি না, জানি না। যদি চৈতন্য হয়, তাহা হইলেই উহার নিকট হইতে সমস্ত অবস্থা অবগত হইতে পারিব, নতুবা কোন্ উপায় যে অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া আমরাও উহাকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিলাম, আমাদের সমভিব্যাহারী জহুরিও আমাদের সহিত গমন করিলেন। উহাকে দেখিবামাত্র জহুরি চীৎকার করিয়া উঠিলেন ও কহিলেন, “আমরা যাহার অনুসন্ধান করিতেছি, ইনিই আমার সেই কর্মচারী, কে ইহার এইরূপ সর্বনাশ করিল?”

জহুরির কথা শুনিয়া আমরাও অতিশয় বিস্মিত হইলাম ও মনে করিলাম, সেই স্ত্রীলোকটি কি ইহাকে এইরূপে আহত করিয়া হতজ্ঞানে ময়দানে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছে? স্ত্রীলোকের দ্বারা কি এইরূপে হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইতে পারে? কি দস্যুগণ এইরূপ একটি দল সৃষ্টি করিয়া কার্যক্ষেত্রে পদবিক্ষেপ করিয়াছে? ঐ স্ত্রীলোকটিও কি তাহাদিগের দলের একজন। ঈশ্বর করুন, ইহার শীঘ্র চৈতন্যলাভ হউক, ইহার নিকট সমস্ত অবস্থা শুনিতে পাইলেও আমরা অনেক বিষয় অবগত হইতে পারিব।

আমাদিগের যেমন অনেকটা কার্য সম্পন্ন হইল, যে কর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, তাঁহারও সেইরূপ অনেকটা কার্য সম্পন্ন হইল। তিনি অকূল পাথারে পড়িয়া ভাবিতে ছিলেন, এখন আমাদিগের ঞায় তাঁহারও কূল পাইবার অনেকটা সম্ভাবনা হইল। এখন আমরা কি অনুসন্ধানে নিযুক্ত ও কি নিমিত্তই বা তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছি, তাহার সমস্ত অবস্থা তাঁহাকে কহিলাম। তিনিও এখন হৃষ্টান্তঃকরণে সুলীলাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে সম্যক্রূপে সাহায্য প্রদানে সম্মত হইয়া আমাদিগের গাড়ীতে আসিয়া আরোহণ করিলেন।

সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিবার সময় সেই হাসপাতালের ডাক্তারকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলাম, যেন ঐ ব্যক্তির কোনরূপে সেবা শুশ্রূষার ক্রটি না হয় ও যাহাতে উহার শীঘ্র জ্ঞানের উদয় হয়, তদ্বিষয়ে যেন বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখা হয়। ডাক্তারবাবু আমাদিগের কথা শুনিয়া আমাদিগের অনু-রোধ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমরা মেহেদীবাগানে গমন করিলাম, সেইস্থানের যে গৃহে সুলীলা বাস করিত, এখন সেই গৃহে একজন সাহেব বাস করিতেছেন, তিনি সুলীলা সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, কিন্তু প্রতিবেশীগণের নিকট হইতে অবগত হইতে পারিলাম যে, প্রায় এক বৎসর হইল, সে ঐ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন যে কোথায় বাস করিতেছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে প্রায় ৬ মাস হইল, সুলীলার একটা চাকরের সহিত এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ

হইয়াছিল, তাহার নিকট হইতে অবগত হন, যে সুশীলা এখন চন্দননগরে বাস করিতেছে, কিন্তু চন্দননগরের কোন্ স্থানে যে বাস করিতেছে, তাহা কিন্তু তিনি ঐ চাকরকে জিজ্ঞাসা করেন নাই।

যাহা অবগত হইলাম, তাহাতে চন্দননগরে গিয়া উহার অনুসন্ধান করাই সাব্যস্ত হইল।

চন্দননগর ফরাসী রাজ্যের অন্তর্ভূত, সুতরাং সেইস্থানে গিয়া কোনরূপ অনুসন্ধান করিতে হইলে ফরাসী গবর্নমেন্টের আদেশ অগ্রে গ্রহণ করিতে হয় ও তাহাদিগের কর্মচারীর সাহায্য ব্যতীত কোনরূপ অনুসন্ধান করিবার উপায় নাই। এদিকে প্রকাশ্যভাবে ফরাসী রাজ্যের কর্মচারীগণের সাহায্য লইতে গেলে প্রায়ই নানারূপ গোলযোগ ঘটে, সুতরাং অনুসন্ধান করিবার সময় প্রায়ই বিপরীত ফল হইয়া থাকে, ইহা আমি অনেকবার নিজেই দেখিয়াছি। এরূপ অবস্থায় প্রকাশ্য অনুসন্ধান না করিয়া যদি ছদ্মবেশে অনুসন্ধান করিয়া সুশীলার কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার নিমিত্ত পূর্বকথিত সেই পশ্চিম দেশীয় কর্মচারীকে প্রেরণ করিলাম। তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলাম, যে কার্যের নিমিত্ত তিনি গমন করিতেছেন, সেই কার্য তিনি যত করিতে পারুন বা না পারুন, তিনি যে ইংরাজ-রাজকর্মচারী, তাহা যেন তাহারা কোনরূপে অবগত হইতে না পারে। আর তাঁহার দোষে যদি তাহার কথা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার জন্ত তাঁহাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে, অথচ ইংরাজরাজ হইতে তিনি কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন না। ইতিপূর্বে একবার আমরা ঐ

স্থানে গুপ্ত অনুসন্ধান করিতে যাওয়ায় আমাদের মধ্যস্থিত একজন কর্মচারী যেরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাকে কহিলাম। কহিলাম, “কয়েক বৎসর পূর্বে আমি, একজন মুসলমান কর্মচারী ও একজন পশ্চিমদেশীয় কর্মচারী একটা খুনী মোকদ্দমায় আসামীর অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে গমন করি। কারণ, আমরা এইরূপ সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, ঐ হত্যাকারী গোপনভাবে ঐ স্থানে বাস করিতেছে ও ঐ স্থানের কয়েকজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী এই অবস্থা অবগত আছেন। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, আমরা তিনজনে উহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সেইস্থানে গমন করি। সেইস্থানে যখন আমরা গুপ্ত অনুসন্धानে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময় সেই স্থানের পুলিশ কি প্রকারে ইহা জানিতে পারে, ও আমাদের গুপ্ত কার্য লইয়া যাইবার নিমিত্ত কয়েকজন বরকন্দাজ প্রেরণ করেন। আমরাও এই সংবাদ জানিতে পারিয়া উর্দ্ধস্থানে সেইস্থান হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করি। ইংরাজ রাজত্বের ভিতর উপস্থিত হইয়া দেখি, যে মুসলমান কর্মচারীও আমার সহিত সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু পশ্চিমদেশীয় সেই হিন্দু কর্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই। পরে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিলাম, যে তিনি বরকন্দাজদিগের হস্তে পতিত হইয়াছেন ও তাঁহাকে খানায় ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। আরও জানিতে পারিলাম, যে তাঁহাকে “তোবং” দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই অবস্থা জানিতে পারিয়া আমরা কলিকাতা প্রত্যাগমন করি ও আমাদের প্রধান কর্মচারীর নিকট এই সকল কথা জ্ঞাপন করি।

তিনি লাট সাহেবের সহায়তায় ঐ কর্মচারীকে ঐ স্থান হইতে খোলসা করিয়া আনিতে সমর্থ হন। বলা বাহুল্য, যে কয়-দিবস তিনি ঐ স্থানে আবদ্ধ ছিলেন, সেই কয়দিবস তাঁহার কষ্টের পরিসীমা ছিল না।

আমার কথা শুনিয়াও ঐ কর্মচারী ঐ স্থানে গমন করিয়া গোপন অশুসন্ধানে সুশীলাকে বাহির করিবার চেষ্টা করিতে সম্মত হইলেন। সুতরাং তখনই তাঁহাকে চন্দননগরে প্রেরণ করিলাম। দুই দিবস পরে তিনি সেইস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন ও কহিলেন, “সুশীলা নামী একটি স্ত্রীলোক ঐ স্থানে বাস করেন সত্য, কিন্তু যে তারিখে এই জুয়াচুরির কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, সেইদিন হইতে তিনি ঐ স্থানে গমন করেন নাই; তাহার লোকজন ও পরিচারক প্রভৃতি সকলেই সেইস্থানে আছে, কেবল তিনিই নাই ও তিনি যে কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহাও তাহাদিগের মধ্যে কেহই বলিতে পারে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

সুশীলার দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, অনুমানে ইহাই
করিয়া, আমরা তাহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া-
ছিলাম, কিন্তু সেই যে এই কার্যের প্রকৃত নায়িকা, তাহারই
বা নিশ্চয়তা কি? যে পর্য্যন্ত তাহাকে ঐ জ্বর বা তাঁহার
অপর কোন কর্মচারী দেখিতে না পান, সেই পর্য্যন্ত কোন কথা
নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না।

জ্বরির সেই প্রধান কর্মচারীর চিকিৎসা সেই হাসপাতা-
লেই উত্তমরূপে হইতে লাগিল। ঐ স্থানের ডাক্তারগণের
বিশেষ যত্নে তিনি ক্রমেই আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন।
চারি দিবস পরে তাঁহার হুম্ হইল, সেই সময় হইতে আশু
আশু তিনি তাঁহার নিজের অবস্থা বিবৃত করিতে সমর্থ হই-
লেন। তাঁহার নিকট হইতে ক্রমে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি
অবগত হইতে পারিলাম। তিনি আমাদের নিকট ক্রমে
যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কতক অংশ এইস্থানে বর্ণিত
হইলেই পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে, তিনি কিরূপ অবস্থায়
পতিত হইয়া এইরূপ সাজঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হন, ও কিরূপেই
বা তাঁহার নিকট হইতে অলঙ্কারগুলি অপহৃত হয়।

তিনি বলিয়াছিলেন,—আমি তাঁহাকে নিতান্ত সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক
মনে করিয়াই প্রথমতঃ তাঁহার সহিত তাঁহার ক্রহেম গাড়ীর
একাসনে উপবেশন করিতে অসম্মত হই, কিন্তু পরিশেষে

তাঁহারই ইচ্ছা অনুসারে সেই ক্রহেম গাড়ীতে আরোহণ করিয়া তাঁহারই পার্শ্বে উপবেশন করি। গাড়ী চলিতে থাকে। গাড়ী চলিবার সময় তাঁহার বসিবার ভাব ভঙ্গি ও আমার সহিত যেরূপ ভাবে কথাবার্তা করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে তাঁহাকে চরিত্রবতী স্ত্রীলোক বলিয়া আমার বোধ হয় না। আমার সেই সময়ে মনে হয় যে, ইনি যদি সেই কোন্সলির প্রকৃতই স্ত্রী হন, তাহা হইলে তিনি ইহাকে লইয়া কখনই স্মৃগী নহেন। আমার মনে এইরূপ নানাপ্রকার তর্ক আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, আমি আমার মনের ভাব অনেক কষ্টে গোপন করিয়া তাহার সহিত গমন করিতে লাগিলাম। গাড়ী যে কোথা দিয়া কোথায় গমন করিতে লাগিল, রাত্ৰিকালে তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। গাড়ী ক্রমশই গমন করিতে লাগিল, ক্রমে অন্ধকারের মধ্যে একটা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া ঐ গাড়ী থামিল। গাড়ী থামিবামাত্র তিনি আমাকে সেইস্থানে অবতরণ করিতে কহিলেন। সহিস গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল, আমি গাড়ী হইতে বহির্গত হইলাম। আমি যেমন গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, সহিস ঐ দরজা অমনি বন্ধ করিয়া দিল, স্ত্রীলোকটী কিন্তু গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন না। আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিবামাত্র কোচমান ঘোড়াকে কষাঘাত করিল, চাবুক ধাইয়া ঘোড়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, দেখিতে দেখিতে স্ত্রীলোকটার সহিত ঐ গাড়ী নয়নপথের বহির্গত হইয়া পড়িল। আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, যে সময় আমি গাড়ীতে ঐ স্ত্রীলোকটার সহিত গমন করিয়াছিলাম, সেই সময় তিনি ঐ অলঙ্কারগুলি আমার নিকট

হইতে কোনরূপে হস্তগত করিবার মানসে নানারূপ উপায় অবলম্বন করেন, কিন্তু আমি কোনরূপেই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া, নানা ওজর আপত্তি করিয়া কিছুতেই ঐ সকল অলঙ্কার তাঁহার হস্তে প্রদান করি না। যে সময় আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করি, সেই সময় সমস্ত অলঙ্কারগুলিই আমার নিকট রহিল।

গাড়ী হইতে অবতরণ করিবার পর আমি যে কোন্ স্থানে আসিয়াছি, তাহার কিছুমাত্র স্থির করিতে পারিলাম না, কিন্তু ঐ স্থান যে সহরের মধ্যে নহে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। ঐ স্থানে গ্যাসের আলোকমাত্র নাই, বহু দূরে দূরে একটা একটা তেলের আলো মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে, ঐ আলোকে রাস্তা আলোকিত হওয়া দূরে থাকুক, আরও যেন কেমন একরূপ চক্ষু ঝাপসা ঝাপসা বোধ হইতে লাগিল। যে বাড়ীর সম্মুখে আমি অবতরণ করিয়াছিলাম, তাহাও অন্ধকারময়, উহার কোন স্থান হইতে একটা আলোকও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, অনুমান হয় ঐ স্থান একেবারে জনশূন্য। রাস্তার উপর একটা লোককেও যাতায়াত করিতে দেখিতে পাইলাম না। আমি এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া কি করিব বা কোথায় যাইব, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যেন অন্ত্রোপায় হইয়া একদিক অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলাম, কোথা যাইতেছি, তাহা জানি না; কোন্ স্থানে আসিয়াছি, তাহা জানি না ও কোন্ দিকে গমন করিতেছি, তাহা জানিতে পারিতেছি না, অথচ চলিতে লাগিলাম, কিন্তু একটা জনমানবকেও দেখিতে পাইলাম না। এইরূপ অবস্থায় আমি কিয়ৎদূর গমন

করিয়াছি, এরূপ সময়ে হঠাৎ পশ্চাৎদিক হইতে কে আসিয়া আমার মস্তকে সজোরে এক আঘাত করিল। কে যে আঘাত করিল বা কিসের দ্বারা আঘাত করিল, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি অজ্ঞান অবস্থায় সেইস্থানে পড়িয়া গেলাম : তাহার পর আমার যে কি দশা ঘটয়াছে, তাহার কিছুই আমি অবগত নহি। আমি বেশ বলিতে পারি যে, যে সময় আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি, সেই সময় অলঙ্কারগুলি আমার নিকটেই ছিল। যখন আমার হুঁস হইল, তখন আমি দেখিলাম যে, আমি এই হাসপাতালের মধ্যে অবস্থান করিতেছি।

ইহার কথা শুনিয়া আমরা বিশেষ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সুশীলাই হউক বা অপর কোন স্ত্রীলোকই হউক, যে অলঙ্কারের সহিত ইহাকে সেই জহুরির দোকান হইতে নিজের গাড়ীতে করিয়া আনিয়াছিল, সে উহার নিকট হইতে

সকল অলঙ্কার গ্রহণ না করিয়া, উহাকে ঐরূপ অবস্থায় অন্ধকারের মধ্যে একটী অপরিচিত স্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে কেন? ইহার এরূপ কার্যের ত কোনরূপ কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আর যেরূপ স্থানে ঐ ব্যক্তি আঘাতিত হইয়া পড়িয়াছিল বলিতেছে, সেইরূপ স্থানে ত উহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সে স্থানই বা কোথায়?

তাহার জ্ঞান হইলে সে আমাদেরকে যাহা বলিয়াছিল, তদ্ব্যতীত আমাদের সন্দেহ দূর করিবার মানসে তাহাকে নিম্ন-লিখিত আরও কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

আমি। যে স্ত্রীলোকটির সহিত তুমি গমন করিয়াছিলে, ইহার পূর্বে তাহাকে আর কখন দেখিয়াছ কি?

কর্মচারী। না, ইতিপূর্বে তাহাকে আমি আর কখন দেখি
নাই।

আমি। যে স্থানে তিনি তোমাকে তাহার গাড়ী হইতে
নামাইয়া দিয়াছিলেন, ইতিপূর্বে তুমি আর কখন সেইস্থানে গমন
কর নাই?

কর্মচারী। না, সেইস্থান ইতিপূর্বে আমার জীবনে আর কখন
দেখি নাই।

আমি। ঐ স্থান দেখিলে পুনরায় চিনিতে পারিবে কি?

কর্মচারী। তাহাও আমি ঠিক বলিতে পারিতেছি না।

আমি। গড়ের মাঠ তুমি চেন?

কর্মচারী। খুব চিনি। গড়ের মাঠ দিয়া প্রায়ই আমাকে
বাতায়ত করিতে হয়।

আমি। যে স্থানে তুমি আঘাত প্রাপ্ত হও, সেইস্থানটী গড়ের
মাঠের মধ্যস্থিত কোন স্থান, কি তাহার নিকটবর্তী কোন স্থান
নয় তো?

কর্মচারী। না। উহা গড়ের মাঠও নহে বা তাহার নিকট-
বর্তী কোন স্থানও নহে।

আমি। যে তোমার মস্তকে আঘাত করে, তাহাকে দেখিলে
চিনিতে পারিবে?

কর্মচারী। না, তাহা পারিব না। তাহাকে তো আমি ভাল
করিয়া দেখিতে সমর্থ হই নাই।

আমি। তাহারা কয়জন ছিল, তাহা তুমি বলিতে পার?

কর্মচারী। না, তাহাও আমি বলিতে পারি না। সেই গাড়ী
অন্ধকারের মধ্যে আমি কাহাকেও দেখিতে পাই নাই।

আমি। যে সময় তুমি আঘাতিত হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় পতিত হও, সেই সময় সমস্ত অলঙ্কারগুলি তোমার নিকটেই ছিল, ইহা তোমার বেশ মনে আছে ?

কর্মচারী। তাহা আমার ঠিক স্মরণ আছে, গাড়ীতে উঠিবার পর হইতেই ঐ অলঙ্কার আমি কাহারও হস্তে প্রদান করি নাই।

আমি। তুমি কি করিয়া বলিতে পার যে, তোমাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিবার পূর্বে অলঙ্কারগুলি সেই স্ত্রীলোকটী আত্মসাৎ করে নাই ?

কর্মচারী। তাহা আমি বেশ বলিতে পারি। কারণ, অলঙ্কার-গুলি আমি গাড়ীর ভিতর রাখিয়া দেই নাই। উহা আমার চাদরে বাঁধিয়া আমার বগলের নীচে করিয়া রাখিয়াছিলাম ও সেইরূপ অবস্থাতেই আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করি। যখন আমি চলিতে আরম্ভ করি, সেই সময়ও আমি উহা আমার বগলের নীচে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম, ইহা আমার বেশ মনে আছে।

এরূপ অবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে আর অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইল না। কিন্তু এখন বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, কি কারণে বা কিরূপ ষড়যন্ত্রের দশবর্তী হইয়া ঐরূপ অবস্থায় সেই স্ত্রীলোকটী উহাকে তাহার গাড়ী হইতে নামাইয়া দিল। আরও আমাদিগের স্থির করা কর্তব্য যে, যে নয়দানে উহাকে আঘাতিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, সেই নয়দান কি অপর কোন স্থানে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। আর যদি অপর কোন স্থানে তিনি আঘাতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই স্থানটীই বা কোথায়, এবং কাহাদিগের দ্বারা এই কার্য সাধিত হইল ও অলঙ্কারগুলিই বা কোথায় গেল ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

সেই আঘাতপ্রাপ্ত লোকটির নিকট হইতে যাহা অবগত হইলাম, তাহাতে বেশ অনুমান হইল যে, এই মোকদ্দমা কিনারা হইবার কোনরূপ উপায়ই নাই। কাহার দ্বারা তিনি আঘাতিত হইয়াছেন, কাহার দ্বারা তাঁহার অলঙ্কারগুলি অপহৃত হইয়াছে, তাহার কিছুই তিনি বলিতে পারেন না। কেবলমাত্র সেই স্ত্রীলোকটিকে তিনি দেখিলে চিনিতে পারিবেন সত্য, কিন্তু যদি তাহাকে পাওয়া যায়, তাহা হইলেই বা এই মোকদ্দমা তাহার উপায় কি প্রকারে প্রমাণ করিতে সমর্থ হইব? তিনি অলঙ্কারগুলির সহিত উহাকে তাঁহার গাড়ীতে করিয়া আনিয়াছেন সত্য, কিন্তু অলঙ্কারগুলি তাহার নিকট হইতে না লইয়াই তিনি উহাকে তাঁহার গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন; এবং যদি তাঁহার নিকট অলঙ্কারগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলেই যদি তাঁহার দণ্ড হয়, নতুবা তাঁহাকে দণ্ডিত করা নিতান্ত সহজ হইবে না। সে যাহা হউক, এখন ছুইটী বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রথম সেই স্ত্রীলোকটীকে, ও দ্বিতীয় অলঙ্কারগুলি কোথায় গেল।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সর্বপ্রথমেই আমার মনে যে সন্দেহ আসিয়া উদ্ভিত হইয়াছিল, সেই সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া সুশীলার অনুসন্धानে নিযুক্ত হইলাম। যে কর্মচারীকে তাহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত ইতিপূর্বে চন্দননগরে প্রেরণ করিয়া-

ছিলাম, তাহাকে সঙ্গে লইয়াই আমি পুনরায় চন্দননগরে গমন করিলাম ।

ঐ স্থানে গমন করিয়া সেই কর্মচারী আমাকে ঐ স্ত্রীলোকটির বাড়ী দেখাইয়া দিল । ঐ বাড়ীতে কেবল দুইজন মাত্র চাকরকে দেখিতে পাইলাম, কিন্তু তাহাদিগের মনিবকে সেইস্থানে দেখিতে পাইলাম না বা ক্রহেম বা অপর কোন প্রকার গাড়ী বা ঘোড়া থাকিবার স্থানও সেই বাড়ীতে খুঁজিয়া পাইলাম না । অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, তাহার গাড়ী ঘোড়া কিছুই নাই । কোন স্থানে যাতায়াত করিতে হইলে ভাড়াটীয়া গাড়ীর আশ্রয় অবলম্বন করিতে হয় । ঐ বাড়ীর চাকরদ্বয় বা সেই স্থানের অপর কোন লোক ঐ স্ত্রীলোকটির নাম বলিতে পারিল না । সকলেই কহিল, উনি ঐ স্থানে মেমসাহেব নামে পরিচিত, তিনি বাঙ্গালীর কণ্ঠা, কিন্তু থাকেন মেমসাহেবের ধরণ,—কোনরূপ জাতি বিচার নাই । তিনি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই । যখন বাড়ীর ভিতর থাকেন, তখন তিনি হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় পোষাক পরিধান করেন । বাহিরে যাইবার সময় সেই পোষাক রূপান্তর ধারণ করে । আহারীয় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত মুসলমান বাবুরটি নিযুক্ত আছে, অথচ যে সকল খাদ্য মুসলমানও স্পর্শ করে না, সেই সকল দ্রব্য ভিন্ন তাহার আহার হয় না । তিনি প্রায়ই ঘরে বসিয়া থাকেন না, প্রায়ই বাহিরে গমন করেন, কিন্তু কোথায় যে গমন করেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না, এবং সময় সময় একাদিক্রমে দশ পনের দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যাগমনও করেন না । এ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহাকে কোনরূপ কার্য্য করিতে দেখে নাই,

ও কিরূপে যে তিনি তাঁহার খরচপত্র নির্বাহ করেন, তাহাও কেহ বলিতে পারে না; এবং এখন যে তিনি কোথায়, তাহাও কেহ অবগত নহে । তিনি যে দিবস হইতে ঐ স্থানে প্রত্যাগমন করেন নাই, তাহা জানিতে পারিলাম, ও হিসাব করিয়া বুঝিতে পারিলাম, যে দিবস হইতে বড়বাজারের সেই জলুরি প্রতারিত হইয়াছে, সেইদিবস হইতে তিনিও চন্দননগরে পদার্পণ করেন নাই । আরও জানিতে পারিলাম, তাঁহার ঐ বাটীতে ভদ্রলোকের প্রায় সমাগম হইত না । যাহারা সময় সময় আসিত, তাহাদিগকে দেখিয়া অনুমান হয়, তাহারা নিতান্ত নীচবংশসম্মত সামান্য লোক । তাহারা যে কোনরূপ ভাল কার্য্য করিয়া দিনযাপন করিয়া থাকে, তাহাও তাহাদিগকে দেখিয়া অনুমান হয় না । উহাদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদিগকেই দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু তাহারা যে কে বা তাহাদিগের বাসস্থানই বা কোথায়, তাহা কিছুই জানিতে পারা গেল না । এই সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া আমরা সেইস্থান হইতে প্রশ্ন করিতেছি, এরূপ সময় দেখিলাম, দুইজন মুসলমান সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল । উহাদিগকে দেখিয়া আমরাও সেইস্থানে একটু স্থিরভাবে দাঁড়াইলাম । আমাদের ইচ্ছা, যদি কোন প্রকারে অবগত হইতে পারি, যে উহারা কাহারা, কোথায় উহাদিগের বাসস্থান ও কি কার্যের নিমিত্তই বা উহারা এই স্থানে আগমন করিয়াছে ।

ঐ বাড়ীতে যে একটী মুসলমান চাকরের সহিত আমাদের কথাবার্তা হইয়াছিল, দেখিলাম, ঐ মুসলমানদ্বয় ঐ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহারই সহিত কথা আরম্ভ করিল । উহা-

দিগের মধ্যে যে সকল কথাবার্তা হইল, তাহা সমস্তই হিন্দিতে ।
উহার মর্ম এইস্থানে প্রদত্ত হইল ।

মুসলমান । মেমসাহেব আসিয়াছেন ?

চাকর । না, আজ পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসেন নাই, কোথায়
তিনি গমন করিয়াছেন ?

মুসল । তিনি কোথায় গিয়াছেন, তাহা তোমরা জান না ?

চাকর । তাহা ত আমরা জানি না ।

মুসল । কেন, যাইবার সময় তিনি কিছু বলিয়া যান নাই ?

চাকর । না ।

মুসল । কবে আসিবেন, তাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন ?

চাকর । না, যেমন প্রত্যহ বাহির হইয়া যান, সেইরূপ বাহির
হইয়া গিয়াছেন ; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আর প্রত্যাগমন করেন
নাই । তিনি যে স্থানে গমন করিয়াছেন, তাহা ত তুমি অবগত
আছ । এইরূপে তিনি যখন বাহিরে গমন করিয়া থাকেন, তখন
তো তুমি প্রায়ই তাঁহার সহিত গমন করিয়া থাক ।

মুসল । আমি সকল সময় তাঁহার সহিত বাহিরে গমন
করি না, কেবল একবারমাত্র গমন করিয়াছিলাম ।

চাকর । সেবার কোথায় কোথায় গমন করিয়াছিলে ?

মুসল । সেবার কেবলমাত্র বেনারসেই গমন করি । সেইস্থানে
৭৮ দিবস থাকিয়াই পুনরায় প্রত্যাগমন করি ।

চাকর । বাহিরে যাইবার সময় আনাদিগের মধ্যস্থিত কোন
চাকরই তো তাঁহার সহিত গমন করে না, ইহাতে তাঁহার কোন-
রূপ কষ্ট হয় না ?

মুসল । হাতে টাকা থাকিলে কি আর কখন কাহার কষ্ট

হয়। যখন যে হোটেলে গমন করেন, তখন সেই হোটেলেই রাজার ন্যায় অবস্থান করেন।

চাকর। বাহিরে গিয়া তবে ইনি হোটেলেই থাকেন ?

মুসল। হাঁ, হোটেল ভিন্ন অন্য দেশে অপরিচিতের থাকিবার সুবিধা আর কোথা হইতে পারে।

চাকর। আমার মনিব মধ্যে মধ্যে বাহিরে যান কেন, বাহিরে কোনরূপ কারবার আছে কি? এখানে তো আমরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না।

মুসল। কার্য না থাকিলে কি আর কেহ আপন ঘরবাড়ী ছাড়িয়া কষ্ট সহ করিতে বাহিরে গমন করিয়া থাকেন? অবশ্য কোন কার্য উপলক্ষে গমন করিয়া থাকেন।

চাকর। বাহিরে আমার মনিবের কি কার্য আছে?

মুসল। ঠিক কি কার্য, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, বিনাকার্যে কি কেহ কখন বাহিরে গমন করিয়া থাকেন।

চাকর। সে যাহা হউক, আমার মনিব কবে প্রত্যাগমন করিবেন, তাহার কিছু বলিতে পার কি?

মুসল। আজি কালি আসিবার কথা আছে, আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি আসিয়াছেন, তাই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম।

চাকর। আজি কালি তিনি আসিবেন, একথা তুমি জানিলে কি প্রকারে? তিনি কি তোমাকে কোনরূপ পত্রাদি লিখিয়াছেন?

মুসল। তিনি আমাকে পত্রাদি লেখেন নাই, তবে আমি জানি, যাইবার সময় তিনি আমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন।

চাকর । তাহা হইলে তিনি যে কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহাও তুমি অবগত আছ ?

মুসল । তাহা আমি অবগত নহি । তবে এই মাত্র জানি যে, তিনি পশ্চিমে গমন করিয়াছেন, এবং আজ কালের মধ্যে তিনি প্রত্যাগমন করিবেন ।

চাকর । এবার তুমি তাঁহার সহিত গমন কর নাই, তিনি একাকী গিয়াছেন, কি অপর আর কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত গমন করিয়াছেন ?

মুসল । তাহা আমি বলিতে পারি না । কিন্তু তিনি যে একাকী গমন করিবেন, তাহা আমার বোধ হয় না, কেহ না কেহ তাঁহার সহিত গমন করিয়া থাকিবে । সে যাহা হউক, আজ আমি চলিলাম, তিনি প্রত্যাগমন করিলে দুই এক দিবস পরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব ।

এই বলিয়া উহারা সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিল । উহারা কে, কোথা হইতে উহারা এইস্থানে আগমন করিয়াছে ও মেম-সাহেবের সহিত উহাদিগের সংশ্রবই বা কি আছে, তাহা গোপন ভাবে অনুসন্ধান করিবার মানসে আমার সমাভিব্যাহারী সেই পশ্চিমদেশীয় কর্মচারীকে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রেরণ করিলাম ।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পূর্ববর্ণিত মুসলমানদিগের কথা শুনিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, মেমসাহেবের সহিত উহাদিগের বেশ পরিচয় আছে, আর যদি তিনিই ঐ কাজের কাজি হন, তাহা হইলে এই সকল ব্যক্তিই তাঁহার পারিষদ। আরও বুঝিতে পারিলাম, তিনি পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছেন। যদি তাঁহার দ্বারাই ঐ কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সময় তাঁহার হঠাৎ পশ্চিম প্রদেশে গমন করার উদ্দেশ্য ঐ সকল অলঙ্কার বিক্রয় ভিন্ন আর কি হইতে পারে? দুই এক দিবসের মধ্যেই তাঁহার প্রত্যাগমনের কথা আছে। যদি তিনি ঐ সকল অলঙ্কার বিক্রয় করিবার মানসে পশ্চিম গমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ সকল অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইবেন, তাহা লইয়া যে প্রত্যাগমন করিবেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে অবস্থায় চন্দননগরের বাহিরে যদি তাঁহাকে ধরিতে পারি, তাহা হইলেই সুবিধা হয়। কারণ, চন্দননগরের মধ্যে তাঁহাকে ধৃত করিতে হইলে প্রথমতঃ ইংরাজ গবর্নমেন্টের পৃথক আদেশ লইয়া চন্দননগরের পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাদিগের রাজত্বের ভিতর উহাকে ধরিতে হইলে ওয়ারেন্টের প্রয়োজন। সেই ওয়ারেন্টই বা কোথায় পাইব? প্রমাণাদির দ্বারা উহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে না পারিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উহার বিপক্ষে আইন অনুসারে ওয়ারেন্ট বাহির করিতে পারিবেন না।

অথচ যে পর্য্যন্ত উহাকে দেখিতে পাওয়া না যায়, সেই পর্য্যন্তই বা কিরূপে বলিতে পারিব যে, এই মেমসাহেবের দ্বারা ঐ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া ঐ জহুরি বা তাঁহার কন্স-চারীগণ যদি চিনিতে পারে, তাহার পর তাহাদিগের সাক্ষ্য দ্বারা উহার নামে ওয়ারেন্ট বাহির হইতে পারে। কিন্তু এত সময় পাইলে তাহার নিকট কি কোনরূপে অপহৃত দ্রব্য বা নগদ অর্থ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, কখনই নহে। মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার ভাবিয়া যাহাতে তাহাকে চন্দননগরের বাহিরে ইংরাজ-রাজত্বের মধ্যে ধৃত করিতে পারি, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। পশ্চিম হইতে বা কলিকাতা হইতে রেলগাড়ীতে আসিতে হইলে চন্দননগর রেলওয়ে ষ্টেশনে গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। আরও বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন যে, ঐ চন্দননগর রেলওয়ে ষ্টেশন ইংরাজ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ইহাই স্থির করিলাম যে, তাহাকে যদি ধরিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে রেলওয়ে ষ্টেশনের মধ্যে তাহাকে ধরিতে পারিলেই চন্দননগরের ভিতর ধৃত করিবার গোলযোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া সেই স্ত্রীলোকটীকে বাহারা সেই জহুরির দোকানে দেখিয়াছিল, তাহাদিগের একজনকে সঙ্গে লইয়া ঐ রেলওয়ে ষ্টেশনে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। উভয়দিক হইতে যে সকল গাড়ী থামিতে লাগিল, তাহা দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে লাগিলাম যে, ঐ সকল গাড়ী হইতে পূর্বকথিত মেমসাহেব ঐ স্থানে অবতরণ করেন কি না ?

এইরূপে দুইদিবসকাল ঐ চন্দননগর রেলওয়ে ষ্টেশনে অবস্থিতি

করিবার পর পশ্চিমের মেলগাড়ীতে ঐ মেমসাহেব আসিয়া সেই ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। আমার সহিত জহুরির যে লোক ছিল, সে ঐ মেমসাহেবকে দেখিবামাত্রই কহিল, এই স্ত্রীলোকটাই তাহাদিগের দোকানে গমন করিয়াছিল, এবং তাহারই সহিত তাহাদিগের দোকানের প্রধান কর্মচারী অলঙ্কার লইয়া গমন করিয়াছিল।

এই কথা বলিবামাত্র আমি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই একেবারে তাহাকে সেই রেলওয়ে ষ্টেশনের প্লাটফর্মের উপর ধরিয়া ফেলিলাম। এইস্থানে অনেক পাঠক মনে করিতে পারেন যে, তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া একেবারে তাহাকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্য কি? রেলওয়ে ষ্টেশনের বাহির হইতেই ফরাসীদিগের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে, উহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই যদি তাহার মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয় ও যদি তিনি ধৃত হইবার পূর্বে ষ্টেশনের বাহির হইয়া ফরাসী রাজত্বের মধ্যে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ধৃত করা নিতান্ত সহজ হইবে না। অথচ সময় পাইলে তাঁহার নিকট যদি কিছু থাকে, তাহা তিনি অনায়াসেই হস্তান্তর করিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বা তাঁহাকে রেলওয়ে ষ্টেশনের বাহিরে গমন করিবার কোনরূপ সুযোগ প্রদান না করিয়া, তাঁহাকে সেইস্থানে ধৃত করিলাম। তাঁহাকে ধরিবার সময় তিনি ভয়ানক গোলযোগ করিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার দিকে আমরা কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া বাহাতে তিনি কোনরূপে ষ্টেশনের বাহিরে গমন করিতে সমর্থ না হন, তাহার উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনার নাম কি মেমসাহেব ?”

স্ত্রীলোক । আমার নামে আপনার প্রয়োজন কি ? সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোককে এইরূপে অবমাননা করিলে, পরিশেষে তাহার পরি-
গাম কি হইবে, তাহা আপনি জানেন কি ?

আমি । খুব জানি । বিশেষ আপনি যেকোন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক, তাহাও আমি উত্তমরূপে অবগত আছি । এখন আপনি আমার কথার উত্তর প্রদান করিবেন কি না, অনুগ্রহ করিয়া তাহাই বনুন ? আপনার কথার উত্তর পাইলেই আমার বিবেচনা মত কার্য্য করিব ।

স্ত্রীলোক । আপনি আমাকে কি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন ?

আমি । প্রথমতই ত আমি আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার কোনরূপ উত্তর পাই নাই । পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনার নাম কি ?

স্ত্রীলোক । আমার নাম মিস্ সুশীলা ।

আমি । পূর্বে আপনি মেহেদিবাগানে থাকিতেন না ?

স্ত্রীলোক । সেইস্থানে কিছুদিবস ছিলাম ।

আমি । এখন আপনি চন্দননগরে বাস করিতেছেন ?

স্ত্রীলোক । হাঁ, এখন আমি চন্দননগরেই থাকি ।

আমি । আপনি যে সে দিবস বড়বাজারের একজন জহরির ~~লোক~~ কতকগুলি গহনা খরিদ করিতে গিয়াছিলেন, তাহা কাহার জন্ত ?

স্ত্রীলোক । কিসের গহনা, আমি ইহার মধ্যে কাহারও ~~লোক~~ কোনে কোন গহনা খরিদ করিতে যাই নাই । গত এক

বৎসরের মধ্যে আমার কোনরূপ অলঙ্কারের প্রয়োজন হয়
নাই।

আমি। আপনি কোন জহুরির দোকানে কোন অলঙ্কার
খরিদ করিতে গিয়াছিলেন কি না, বা আপনার কোনরূপ অল-
ঙ্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল কি না, সেই সকল বিষয় পরে দেখা
যাইবে। এখন বলুন দেখি, আজ কয়েক দিবস হইতে আপনি
আপনার বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় গমন করিয়াছিলেন, এবং কি
নিমিত্তই বা গমন করিয়াছিলেন ?

স্ত্রীলোক। আমি আমার নিজের কোন বস্ত্রের নিমিত্ত
কোন স্থানে গমন করিয়াছিলাম। কি কার্যের নিমিত্ত যে কোথায়
গমন করিয়াছিলাম, তাহা আপনাকে বলিবার আমি কোনরূপ
প্রয়োজন দেখি না।

আমি। তাহা হইলে আপনি যে কোথায় এবং কি নিমিত্ত
গমন করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলিতে ইচ্ছা করেন না ?

স্ত্রীলোক। না।

আমি। ইচ্ছা করুন বা না করুন, তাহা কিন্তু আপনাকে
বলিতে হইবে। এখন না বলুন, সেই সকল কথা বলিবার যখন
সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন না বলিয়া আপনি কোন-
ক্রমেই থাকিতে পারিবেন না।

স্ত্রীলোক। কি সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে ?

আমি। তাহা আপনি পরে জানিতে পারিবেন। এখন
বলুন দেখি, আপনার কাছে কি কি অলঙ্কার আছে ?

স্ত্রীলোক। কিসের অলঙ্কার ?

আমি। সোণার অলঙ্কার, হীরামতি বসান অলঙ্কার।

স্ত্রীলোক । না, আমার নিকট কোন অলঙ্কার নাই ।

আমি । নগদ টাকা কতগুলি আছে ?

স্ত্রীলোক । আমার নগদ টাকা কি আছে না আছে, তাহার হিসাব আমি দিতে ইচ্ছা করি না ।

আমি । তোমার নগদ টাকা কত আছে, সে হিসাব আমি চাহিতেছি না । আমি জানিতে চাহি, তোমার নিকট এখন নগদ টাকা কি আছে ?

স্ত্রীলোক । আমি তাহা বলিতে চাহি না ।

আমি । এখন আমি তোমাকে বাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহাই তুমি বলিতে চাহিতেছ না । তুমি এখনও বুদ্ধিতে পার নাই যে, তুমি এখন কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছ, এবং ইহার পরিণামই বা কি দাঁড়াইবে ।

স্ত্রীলোক । আমি এমন কোন অপরাধ করি নাই, যাহা শুধু আপনাদিগকে ভয় করিয়া চলিতে হইবে ।

ঐ স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ঐরূপ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া সেই সময় উহাকে আর কোনরূপ কথা জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিলাম । যখন সে গাড়ী হইতে অবতরণ করে, সেই সময় তাহার নিকট একটা চামড়ার পোর্টমেন্ট, একটা গ্লাডষ্টোন ব্যাগ ও একটা বিছানা ছিল মাত্র । ঐ পোর্টমেন্ট ও ব্যাগের চাবি চাহিলে, সে উহা আমাকে প্রদান করিল না ও কহিল, আমি চাবি দিব না । তবে চাবি ভাঙ্গিয়া উহা দেখিতে ইচ্ছা করিলে, অনায়াসেই করিতে পারেন ।

উহার কথা শুনিয়া, উহার উপর একটু ক্রোধের উদয় হইল । তখন তাহাকে ষ্টেশনের মধ্যে যে ঘরে সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকগণ আনিয়া

উপবেশন করে, সেই ঘরের মধ্যে লইয়া গেলাম। ঐ ঘরের স্ত্রীলোকদিগের কার্যের নিমিত্ত প্রায়ই একটা মেথরাণী স্ত্রীলোক রেলওয়ে কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত থাকে। ঐ মেথরাণী স্ত্রীলোকটাকে উহার অঙ্গের কাপড় খুলিয়া উত্তমরূপে তল্লাসি করিয়া দেখিতে কহিলাম। সে প্রথমতঃ ঐ কার্য সম্পন্ন করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু পরিশেষে আমি ও সেই ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলাম, ইহাতে তাহার কোনরূপ অপরাধ হইবে না; আসামী স্ত্রীলোক না হইলে ঐ কার্য-আমি আপন হস্তেই সম্পন্ন করিতাম, কিন্তু স্ত্রীলোক বলিয়া সেই কার্য আমি স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে সমর্থ নহি, তাই অপর স্ত্রীলোক দ্বারা ঐ কার্য সম্পন্ন করাইতে হইতেছে। এই কার্যও আমাদিগের নিজের কার্য নহে, সরকারি কার্য; সেও একরূপ সরকারি চাকর, সুতরাং ঐ কার্যসম্পন্ন করাও তাহার একরূপ কর্তব্য কর্মের মধ্যে পরিগণিত। এইরূপভাবে উহাকে বুঝাইবার পর, পরিশেষে সে ঐ কার্য সম্পন্ন করিতে সম্মত হইল ও সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া উহার বস্তাদির অভ্যন্তরে অনুসন্ধান করিয়া কেবলমাত্র এক গোছা চাবি ও কয়েকটা মুদ্রা আনিয়া আমাদিগের হস্তে প্রদান করিয়া কহিল, ইহা ব্যতীত উহার নিকট আর কিছুই নাই।

সে চাবিওছ আনিয়া আমাদিগের হস্তে প্রদান করিলে দেখিলাম, উহার মধ্যে তাহার নিকট যে পোর্টমেন্ট ও ব্যাগ ছিল, তাহাদের চাবি ইহার মধ্যে আছে। তখন স্ত্রীলোকটাকে সেই ঘরের মধ্য হইতে বাহির করিয়া, ষ্টেশনমাষ্টার ও অপরাপর লোকের সম্মুখে ঐ পোর্টমেন্ট ও ব্যাগ খুলিয়া তাহার ভিতর অনুসন্ধান

করলাম। উহার মধ্যে প্রায় তিন সহস্র টাকার ১০০ টাকা হিসাবের নোট ও একখানি গহনা পাওয়া গেল। সেই জহুরির দোকানের যে কর্মচারী আমার নিকট ছিল, ঐ গহনাখানি দেখিবামাত্রই সে কহিল, ইনি যে সকল গহনা লইয়া গিয়াছিলেন, এই গহনাখানি তাহারই একখানি। একরূপ অবস্থায় তাহার উপর আর কোনরূপ সন্দেহই থাকিল না, প্রথমেই যে ট্রেন পাইলাম, সেই ট্রেনেই উহাকে লইয়া কলিকাতায় গমন করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।



যে জহুরির দোকান হইতে তিনি অলঙ্কারগুলি লইয়া গিয়াছিলেন, প্রথমেই তাহাকে সেই দোকানে লইয়া গেলান। জহুরি নিজে ও তাহার দোকানের কর্মচারীগণের মধ্যে যে যে ব্যক্তি সেই স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই একবাক্যে কহিল যে, ঐ স্ত্রীলোকটীই কোন সম্ভ্রান্ত কোম্পানীর বনিতা পরিচয়ে ঐ দোকান হইতে অলঙ্কারগুলি লইয়া গিয়াছিল, তাহার নিকট যে একখানি অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছিল, তাহা দেখিয়া সকলেই উহা চিনিতে পারিল ও একবাক্যে কহিল, যে সমস্ত অলঙ্কার সে লইয়া গিয়াছিল, ঐ অলঙ্কারখানিও তাহারই মধ্যস্থিত একখানি। ঐ দোকানের প্রধান কর্মচারী দিনি উহার সহিত ব্রহ্ম গাড়ীতে আরোহণ করিয়া অলঙ্কার সহ গমন করিয়াছিলেন, তিনিও উহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন, ও উহার নিকট প্রাপ্ত অলঙ্কারখানিও চিনিতে পারিলেন এবং

কহিলেন, ইনি যে সকল অঙ্গকার পছন্দ করিয়া লইয়াছিলেন, এই গহনাখানি তাহারই মধ্যস্থিত একখানি ।

এই স্ত্রীলোকটী ইহাদিগের সকলের কথা বিশেষ মনোযোগ-পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াও প্রথমতঃ তিনি যে সেই স্ত্রীলোক নহেন, তিনি কখন গহনা খরিদ করিবার নিমিত্ত ঐ দোকানে আগমন করেন নাই, তাহাই আমাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্তু যখন দেখিলেন যে, আমরা কিছুতেই তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, অথচ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার উপর যেরূপ প্রমাণ হইতে লাগিল, তাহাতে দীর্ঘ কারাদণ্ড হইতে কিছুতেই তাঁহার রক্ষা নাই, তখন তিনি প্রকৃত কথা ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । কিন্তু তিনি আমাদিগকে কহিলেন যে, যদি আমরা তাঁহাকে এই বিষম অবমাননা হইতে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে প্রকৃত কথা বলিয়া তিনি যে আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সাহায্য করিতে প্রস্তুত তাহা নহে ; যেরূপভাবে ও যাহাদিগের দ্বারা এই কার্য্য হইয়াছে, তিনি তাহার সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া ও তাহাদিগকে ধরাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন ।

আমরা তাঁহার উপর যতদূর প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে তিনি যে কোনরূপে নিষ্কৃতিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা আমাদিগের অনুমান হয় না । সুতরাং তাঁহার এই বিপদ হইতে যে আমরা তাঁহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইব, তাহারও কোনরূপ সম্ভাবনা নাই ; অথচ এই ঘটনার সমস্ত অবস্থা জানিয়া লওয়াও আমাদিগের কর্তব্যকর্ম্মের একটী প্রধান কার্য্য । এরূপ অবস্থায় কি করা যাইতে পারে, তাহা আমাকে

বিশেষরূপ চিন্তা করিতে হইল । পরিশেষে আমি তাহাকে কহিলাম, “তোমার তো কারাবাস নিশ্চয়ই । তবে যদি তুমি আমাদিগকে বিশেষরূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়া সমস্ত অবস্থা আমাদিগের নিকট বিবৃত কর, এবং ঐ দলস্থিত সমস্ত লোককে ধরাইয়া দিতে সমর্থ হও, তোমাকে এই মোকদ্দমায় রাজার পক্ষীয় প্রধান সাক্ষীতে পরিণত করিয়া এ যাত্রা যদি তোমাকে অব্যাহতি দিতে সমর্থ হই, তাহার চেষ্টা করিব । কিন্তু তোমার কর্তব্য কার্য—এখন সমস্ত অবস্থা আমাদিগের নিকট প্রকাশ করা । সুশীলা অনেক দিবস হইতে কোন কোম্বিলের অগ্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল, সুতরাং সময় সময় অনেক মামলা মোকদ্দমার কথা তাহার নিকট শুনিতে পাইত । আরও শুনিতে পাইত, দুইজনে হত্যা করিয়া তাহাদিগের মধ্যে একজন সমস্ত কথা স্বীকার করতঃ রাজার পক্ষ হইতে সাক্ষী হইয়া নিজের জীবন রক্ষা করিয়াছে । বহুজনে মিলিত হইয়া ডাকাতি করিয়া পরিশেষে যে ডাকাতির সর্দার, সেই সমস্ত কথা বলিয়া দিয়া তাহার দলস্থিত ডাকাইতকে ধরাইয়া দিয়া নিজে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে । এই সকল কথা তাহার মনে উদিত হওয়ায় অনেক চিন্তা করিয়া, পরিশেষে সে আমাদিগের প্রস্তাবে সন্মত হইল এবং কহিল, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার সমস্তই আমি আপনাদিগকে বলিতেছি ও যাহার বাহার দ্বারা এই সকল কার্য হইয়াছে, তাহাদিগকেও যেক্রমে হউক, আমি ধরাইয়া দিয়া আপনাদিগকে সম্যক্রূপে সাহায্য করিব ; ইহাতে আপনাদিগের বিবেচনায় পরিশেষে যাহাই হয়, তাহাই করিবেন । এই কথা বলিয়া সে বলিতে আরম্ভ করিল ;—

“আমি যে সময়ে মেহেদিবাগানে বাস করিতাম, সেই সময় হইতে চারি পাঁচজন নিম্নশ্রেণীর লোকের সহিত আমার জানা শুনা হয়। সেই সময় আগার অবস্থা ভাল ছিল, কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির দ্বারা আমি প্রতিপালিত হইতাম, তাঁহারই সহিত ঐ সকল ব্যক্তি সময় সময় আমার বাড়ীতে আসিত। সেই সময় হইতেই তাহাদিগের সহিত আমার জানা শুনা হয় মাত্র; কিন্তু তাহাদিগের সহিত আমি কোনরূপে মিলিত হই না। ইহার পরই আমার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, আমিও মেহেদিবাগানের বাসা পরিত্যাগ করিয়া, চন্দননগরে আমার বাসস্থান স্থাপিত করি। ইহার কিছুদিবস পরেই উহারা আমার নিকট সেইস্থানে গমন করিয়া আমাকে নানারূপ প্রলোভিত করিতে আরম্ভ করে। প্রথমতঃ আমি তাহাদিগের প্রস্তাবে কোনরূপেই সম্মত হই নাই, কিন্তু ক্রমে তাঁহারা আমাকে নানা রূপ প্রলোভন দেখাইতে আরম্ভ করে। আমার অবস্থা সেই সময় ভাল ছিল না, আর্থিক কষ্ট আমাকে বিশেষরূপে সহ্য করিতে হইতেছিল, সুতরাং আমার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি তাহাদিগের প্রস্তাবে ক্রমে সম্মত হই। তাহাদিগের পরামর্শমতে আমি বড়বাজারের জহুরির দোকানে গমন করি, এবং কোন একজন এদেশীয় প্রধান কোমিসলের বনিতা বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্বক তাহার দোকান হইতে বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি বহুমূল্য অলঙ্কার গ্রহণ করিয়া, আমার স্বামীকে দেখাইয়া তাহার মূল্য প্রদান করিব বলিয়া উহা গ্রহণ করি। আমার বিশ্বাস ছিল, বাহাকে আমার স্বামী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম, তাঁহার নাম শুনিয়া উহারা ঐ সকল অলঙ্কার অনায়াসেই আমার

হস্তে প্রদান করিবে, কিন্তু দেখিলাম, আমার সেই অভিসন্ধি কোনরূপেই কার্যে পরিণত হইল না। ঐ জহুরি বিশ্বাস করিয়া ঐ সকল অলঙ্কার কিছুতেই আমার হস্তে প্রদান করিল না। সে ঐ সকল অলঙ্কার তাঁহার একজন বিশ্বাসী কর্মচারীর হস্তে প্রদান করিয়া তাঁহাকে আমার সহিত পাঠাইয়া দিল। আমি ক্রহেম গাড়ীতে করিয়া ঐ দোকানে গমন করিয়াছিলাম, ভাবিয়া-ছিলাম, যে ব্যক্তি গহনা লইয়া আমার সহিত গমন করিতেছে, তাহাকে আমার গাড়ীতে আমার পার্শ্বে বসাইয়া লইব, এবং আমাদের ঈশ্বরদত্ত বাণ তাহার উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহার হস্ত হইতে অলঙ্কারগুলি কোন গতিকে আত্মসাৎপূর্বক তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিব, এই ভাবিয়া তাহাকে অপর গাড়ীতে আরোহণ করিতে না দিয়া আমার নিজের গাড়ীতে আমার পার্শ্বে বসাইয়া লইলাম। যাইবার সময় তাহাকে অনেক রূপে চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু কোনরূপ প্রলোভনেই তাহাকে ভুলাইয়া অলঙ্কারগুলি হস্তগত করিতে সমর্থ হইলাম না। এখন অনত্মোপায় হইয়া সেই সকল লোক যেখানে আমার অপেক্ষায় বসিয়াছিল, সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমি। সেই স্থানটা কোথায় ?

স্ট্রীলোক। আলিপুরের জজসাহেবের কাছারির পূর্বদিকে যে স্থানে হেষ্টিংস হাউস নামক একটা প্রকাণ্ড বাড়ী জঙ্গলের ভিতর খালি অবস্থায় পড়িয়াছিল, সেইস্থানে। আজকাল ঐ স্থানের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছেন, তখন ঐ স্থানের অবস্থা সেই রূপ ছিল না। এখন যে একটা নূতন রাস্তা বাহির হইয়া ঐ স্থানের অবস্থা পরিবর্তন করিয়া দিয়া বড় বড় ইংরাজদিগের বাস-

স্থান হইয়াছে, তখন ঐ স্থানের অবস্থা এইরূপ ছিল না । রাত্রিকালের কথা দূরে থাকুক, দিবাভাগেও ঐ স্থানে কাহারও একাকী যাইতে সাহস হইত না । ঐ হেষ্টিংস হাউসের প্রকাণ্ড ময়দানেই ঐ সমস্ত লোক প্রায়ই বসিত, কোনরূপ দুষ্কার্য্য করিতে হইলে ঐ স্থানেই তাহার মন্ত্রণাদি সম্পন্ন হইত ।

আমি । ঐ স্থানে যাইবার পর কি হইল ?

স্বীলোক । ঐ স্থানে গমন করিয়া আমি আমার গাড়ী থামাইয়া জহরির কর্মচারীকে ঐ স্থানে নামাইয়া দিলাম । অলঙ্কারগুলি তাহার নিকটেই রাখিল, আমার গাড়ীর সহিস ও কোচমানও আমাদিগের দলস্থিত লোক ছিল । উহারা সমস্তই পূর্ব হইতে দেখিয়াছিল, এবং সমস্তই জানিত, তথাপি সহিসকে একটু টিপিয়া দিয়া কোচমানের দিকে ইঙ্গিত করিবামাত্রই সে আমার গাড়ী লইয়া, একটু দূরে গমন করিল । সহিস সেই স্থানেই থাকিয়া তাহার দলস্থিত অপর ব্যক্তিগণ যাহারা সেই স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদিগকে এই সংবাদ প্রদান করিল ও কহিল, অলঙ্কারগুলির সহিত ঐ ব্যক্তিকে ঐ স্থানে গাড়ী হইতে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে । এই সংবাদ পাইবামাত্র উহারা আসিয়া পশ্চিমধ্যে তাহাকে আক্রমণ করিল ও উহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি উহাকে প্রহার করিবামাত্র সে অচৈতন্য অবস্থায় সেইস্থানে পড়িয়া গেল । সেই সময় তাহার নিকট হইতে সমস্ত অলঙ্কারগুলি অপহরণ করা হইল, আমিও পুনরায় সেইস্থানে ফিরিয়া আসিলাম ও দেখিলাম, ঐ ব্যক্তি নিতান্ত আঘাতিত হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে । তখন আমরা মনে করিলাম, ঐ ব্যক্তি যদি এইস্থানে মরিয়াই যায়, তাহা হইলে

এই স্থানেই পুলিশ আসিয়া অনুসন্ধান করিবে। আর এইস্থানের কোন লোক যদি কোন গতিকে আমাদেরকে দেখিয়াই থাকে, তাহা হইলে সেই কথা প্রকাশ পাইলেও পাইতে পারে। সুতরাং এইস্থান হইতে উহাকে স্থানান্তরিত করা নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ, যে স্থানে উহাকে পাওয়া যাইবে, সেই স্থানেই পুলিশ তাহার অনুসন্ধান করিবে, তাহা হইলে পুলিশ এইস্থানের আভাস মাত্রও প্রাপ্ত হইবে না। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া আমরা তাহাকে আমার সেই গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া গড়ের মাঠের একস্থানে ফেলিয়া দিলাম। পরিশেষে গহনাগুলি আমি গ্রহণ করিয়া একেবারে আগ্রায় গমন করিলাম। কারণ, আমি জানিতাম, ঐ স্থানে অপহৃত দ্রব্য বিক্রয় করিবার যেরূপ সুবিধা হইবে, সেইরূপ সুবিধা কলিকাতার মধ্যে কোন রকমেই হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমি আর চন্দননগরে গমন না করিয়া একেবারেই আগ্রায় গমন করিলাম। সেই স্থানে হোটেলে অবস্থান করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম, কেবলমাত্র একখানি গহনা আমার নিকট রহিয়া গেল। ঐ অলঙ্কারখানি বিক্রয় করা সম্পূর্ণরূপে আমার ইচ্ছা ছিল না। ইচ্ছা করিয়াছিলাম, যদি কোনরূপে গোলযোগ না ঘটে, তবে আমার দলস্থিত সমস্ত লোককে ফাঁকি দিয়া ঐ অলঙ্কারখানি আমি নিজে ব্যবহার করিব। এইরূপে অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া আমি যেমন প্রত্যাগমন করিলাম, অমনি আপনা কর্তৃক ধৃত হইলাম। আমার নিকট যে সকল অর্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহার সমস্ত ঐ সকল অলঙ্কার বিক্রয়ের টাকা। ঐ সকল টাকা এখনও পর্যন্ত আমাদের মধ্যে বিভাগিত হয় নাই।

আমি । তুমি যাহা বলিলে তাহার সমস্তই প্রকৃত বলিয়া বোধ হইতেছে । গাড়ীখানি কোথা হইতে সংগ্রহ হইয়াছিল ?

স্ত্রীলোক । উহা আমি ঠিক জানি না । উহাদিগের মধ্যে একজন যে ঐ গাড়ীতে কোচমানের কার্যে নিযুক্ত ছিল, সেই বলিয়াছিল যে, উহা তাহার নিজের গাড়ী । সেই এই কার্য-সাধন করিবার মানসে ঐ গাড়ী আনয়ন করিয়াছিল ।

ঐ গাড়ী ও ঘোড়া সম্বন্ধে পরিশেষে আমরা অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, এবং জানিতেও পারিয়াছিলাম । যে কোচমান হইয়াছিল, সে প্রকৃতই কোচমান । কোন একজন ডাক্তারের নিকট সে কোচমানি করিত, ও সেই গাড়ী সেই হাঁকাইত । ডাক্তার বাবুটী এই সময় কলিকাতায় ছিলেন না, তিনি হাওয়া পরিবর্তন করিবার জন্ত দার্জিলিঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, গাড়ী ঘোড়া উহার জিম্মায় ছিল । সুতরাং সে তাহার নিজের ইচ্ছামত গাড়ী ঘোড়া ব্যবহার করিলে তাহা দেখিবার লোক ছিল না । সুশীলার নির্দেশমত ঐ দলের সমস্ত লোক ধৃত হইল, এবং পরিশেষে সকলেই উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ করিল । সুশীলাও নিষ্কৃতলাভ করিতে পারিল না ।

সম্পূর্ণ ।

* অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যা,

“বিষম বুদ্ধি ।”

(অর্থাৎ হত্যাকারী বাঁচাইবার অদ্ভুত উপায় !)

বাহির হইবে ।